যুগান্তর

তারিখ ... 29 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

তিন প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁস

মূল হোতা এক প্রিন্সিপাল

যুগান্তর রিপোর্ট

পরীক্ষার একদিন আগে প্রশ্ন ফাঁস করতে পারলে আয় হয় এক কোটি টাকা। একদিন আগে না পারলেও পরীক্ষার দুই ঘণ্টা আগে ফাঁস করা গেলে আয় হয় ১০ লাখ টাকা। এ টাকা ভাগবাটোয়ারা হয় দুটি চক্রের ১৫ সদস্যের মধ্যে। একটি চক্রের প্রধান হল— আরিফ হোসেন আকাশ ওরফে আদু ভাই। অন্য চক্রের প্রধান তানভীর হোসেন ওরফে জিএম সাগর। আদু ভাই তেজগাঁও সরকারি কলেজ ও জিএম সাগর উত্তরার একটি কলেজের ছাত্র। আর প্রশ্নপত্র ফাঁস করে এ দুটি চক্রের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে চক্রের মূল হোতা আশুলিয়ার গাজীরচট এএম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রিন্সিপাল মোজাফ্ফর হোসেন। তিনটি প্রক্রিয়ায় এরা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে নিজেদের মধ্যকার ফেসবুক গ্রুপে দেয়। এরপর দ্রুত তা সমাধান করে প্রশ্নপত্রসহ ইমো, মেসেঞ্জার, হোয়াইট অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। আর এভাবেই চক্রের সদস্যরা হাতিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উপকমিশনার (ডিসি) সাজ্জাদুর রহমান ও ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারের উপকমিশনার মাসুদুর রহমান মঙ্গলবার যুগান্তরকে এসব তথ্য দিয়েছেন।

> পরীক্ষার একদিন আগে পৌঁছে দিতে পারলেই আয় কোটি টাকা

সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সাত রাস্তা মোড়ের একটি যাত্রীছাউনি থেকে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

মূল হোতা এক প্রিন্সিপাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোজাফ্ফর হোসেনসহ দুই চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত অন্যরা হল— টঙ্গীর কোনিয়া কোচিং সেন্টারের শিক্ষক মো. হামিদুর রহমান ওরফে তুহিন, সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গণিত শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলম, এএম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক আতিকুল ইসলাম, এএম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অফিস সহকারী আবদুল মজিদ, ছাত্র আরিফ হোসেন আকাশ ওরফে আদু ভাই, সাইদুর রহমান, রাকিব হোসেন ও তানভীর হোসেন। এদের সম্পর্কে জানাতে মঙ্গলবার দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে গ্রেফতারকৃতদের সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন ডিবির যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন। মঙ্গলবারই এই নয়জনকে আদালতে হাজির করা হয়। এদের মধ্যে আতিকুল ইসলাম এবং আবদুল মজিদ ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। অন্যদের ৭ দিনের রিমান্ড চায় ডিবি পুলিশ। শুনানি শেষে মোয়াজ্জেম হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম এবং হামিদুর রহমান ওরফে তুহিনকে একদিনের রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি দেন আদালত। আর চার ছাত্রকে শিশু আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ডিবির অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) গোলাম মোস্তফা রাসেল জানান, গ্রেফতার ৯ জন ছাড়াও দুই চক্রের আরও ৬ জন সদস্য আছে। তাদের ধরতে গোয়েন্দা অভিযান অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতরা ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি, ফেসবুকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপপ্রচারের সঙ্গেও জড়িত। তারা এ পর্যন্ত কতগুলো প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে, ভুয়া প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কত টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বা কতদিন ধরে তারা এ ধরনের কাজ করছে তা জানতে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারের উপকমিশনার মাসুদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, তিনটি পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়। প্রথমত, বোর্ড থেকে, যেখানে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিজি প্রেস, সেখানে প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। তৃতীয়ত, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে নেয়ার সময়। তিনি জানান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র নিয়ে যাওয়ার পথে (পরীক্ষা শুরুর আগে) প্রশ্নের মোড়ক খুলে মোবাইলে স্ন্যাপশট নেন প্রিন্সিপাল মোজাফ্ফর। পরে তা পাঠিয়ে দেন আতিকুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলমের কাছে। তারা দ্রুত তা সমাধান করে নিজেদের মধ্যকার ফেসবুক গ্রুপে দেন। পরে আদু ভাই এবং জিএম সাগরের মাধ্যমে সমাধানসহ এই প্রশ্নপত্র গ্রাহকদের কাছে পাঠানো হয় ইমো, ফেসবুক মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে। তাদের গ্রাহক প্রায় দুই হাজার।

তিনি জানান, প্রিন্সিপাল মোজাফ্ফরের সঙ্গে শিক্ষা বোর্ড ও বিজি প্রেসের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। বোর্ড থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ছাপার সময়ও তিনি প্রশ্ন সংগ্রহ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার দু-একদিন আগেই প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। পরীক্ষার দুই বা একদিন আগে প্রশ্ন সরবরাহ করতে পারলে প্রতিটি প্রশ্নের বিনিময়ে প্রত্যেক গ্রাহকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার করে টাকা নেয়া হয়। আর পরীক্ষা শুরুর আগ মুহূর্তে প্রশ্ন সরবরাহ করা হলে ৫০০ টাকা করে নেয়া হয়। টাকা নেয়া হয় বিকাশের মাধ্যমে। মাসুদুর রহমান জানান, আগামী ২ এপ্রিল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতেই বিজি প্রেসের পাশে সাত রাস্তা এলাকায় এসেছিল গ্রেফতার ওই ৯ সদস্য।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যাবে সেসব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হবে। যেসব শিক্ষক এ ধরনের অপকর্মে যুক্ত তাদের এমপিও বাতিল করা হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা হবে। তিনি বলেন, ইতোপূর্বে কমলাপুর শেরেবাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসহ দুই শিক্ষককে একই ধরনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, প্রশ্ন ফাঁস বা গুজব রটানো চক্রকে ধরতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইনশৃংখলা বাহিনীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। যেসব কেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে ওইসব কেন্দ্র বাতিল করে দেয়া হবে। সন্দেহভাজন কেন্দ্র ও শিক্ষকদের ওপর বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় ট্রেজারি থেকে প্রশ্ন নেয়ার কাজে যেসব শিক্ষক থাকবেন তাদের সঙ্গে স্মার্টফোন থাকতে পারবে না। পরীক্ষার কেন্দ্রেও স্মার্টফোন নিষিদ্ধ থাকবে। গাইড বই থেকে যেসব শিক্ষক প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন করেছেন ওইসব শিক্ষক ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে নজরদারিতে আনা হয়েছে।